নভেম্বর ২০২২

ন্যায়বিচার

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোস্ট ফাউন্ডেশন জুলাই, ২০২১ থেকে এক্সেস টু জাস্টিস নামক প্রকল্প জিআইজেডের কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল, লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যের জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের আইনগত সেবা প্রদান এবং মামলাজট নিরসনে দেশের প্রাচীনকালের সালিশ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, অংশগ্রহণভিত্তিক এবং পুনঃস্থাপনমূলক করে কমিউনিটি পর্যায়ে আপসযোগ্য ফৌজদারি ও দেওয়ানি অপরাধের মীমাংসা করা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

সফল মিডিয়েশন

রেহানারা বেগম বাঁশখালী উপজেলার সাধনপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাহার স্বামী মারা গেছে আরও আগে। ছেলে, ছেলের বউ ও নাতি নাতনিদের নিয়ে তার বসবাস। তাহার স্বামীর পৈতৃক সম্পত্তিতে ঘর নিমার্ণ করে সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন। তার প্রতিবেশি নূর মোহাম্মদ সীমানা প্রাচীর নিয়ে সবসময় তার সাথে ঝগড়া করেন। গত ০৪/১০/২০২২ইং তাদের মধ্যে মীসানা নিয়ে আবার সমস্যা হয়। বার বার সমস্যা করার কারনে ইউপি সদস্যকে বিষয়টা অবহিত করেন। ইউপি সদস্য আজিজুল হক, রেস্টোরেটিভ জাস্টিস সহায়ক মোঃ ইয়াছিন আলী ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গত ০৮/১০/২০২২ইং তারিখে বৈঠকে বসেন। সার্ভেয়ারের মাধ্যমে দুইজনের জায়গা পরিমাপ করলে দেখা যায় নূর মোহাম্মদের ডকুমেন্ট মোতাবেক আরও বাড়তি জায়গা আছে তার অংশে। বাড়তি জায়গা থাকার পরও সমস্যা করার কারণে তীব্র নিন্দা জানান উপস্থিত সবাই। পরবর্তীতে তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন। উপস্থিত সালিশকারদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুইজনের অংশে খুঁটি পুঁতে দেন এবং যার যার সীমানা নির্ধারন করে দেন। উভয়পক্ষকে ঝগড়াঝাটি না করে মিলেমিশে থাকতে বলেন। রেস্টোরেটিভ জাস্টিস সহায়ক সবাইকে ধন্যবাদ জানান সুন্দর একটা মীমাংসাতে সহযোগিতা করার জন্য এবং বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

মিডিয়েশন, সাধনপুর ইউপি, বাঁশখালী, ৮ অক্টোবর ২০২২, ছবি-মোঃ জমির

রেফারের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তী

আনোয়ারা সদর ইউনিয়নের বিলপুর গ্রামের বাসিন্দা শেলী দাশ এবং কাজল দাশ। শেলীর পরিবার খুবই প্রভাবশালী ছিলো। শেলীর স্বামী দেশের বাহিরে থাকতো। কিছুদিন পর তার স্বামী বিদেশ থেকে চলে আসে। তার স্বামী তার সমস্ত জমানো টাকা বিভিন্ন সংস্থায় রাখছে যাতে এসবের মূলধনের টাকায় ভবিষ্যতে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। তিনি প্রতিবেশী কাজল দাশকেও ৫০,০০০/- টাকা দিয়েছিলো। এখন শেলী দাশ টাকা ফেরত চাইলে তিনি টাকা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে তাদের দুইজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। শেলী দাশ বিষয়টি কোস্ট ফাউন্ডেশনের কমিউনিটি প্যারালিগ্যাল শেলী চক্রবর্তীকে অবহিত করলে তিনি গত ১৩-১০-২০২২ইং তারিখে আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট পূরন করে ডিল্যাকে রেফার করে। পরবর্তীতে ডিল্যাক আবেদনটি গ্রহন করে এডভোকেট কবির আহমদকে দায়িত্ব হস্তান্তর করে মামলা পরিচালনার জন্য ।

রেফার, ডিল্যাক চট্টগ্রাম, ১৩ অক্টোবর ২০২২, ছবি-শেলী ভট্টাচার্য

জেলে পাড়ায় কমিউনিটি ভিত্তিক লিগ্যাল এইড ক্লিনিক

জিআইজেড বাংলাদেশের কারিগরি সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এবং খানখানাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ লিগ্যাল এইড কমিটির যৌথ উদ্যোগে অদ্য ১৫/১০/২০২২ইং তারিখে সকাল ১১ ঘটিকায় খানখানাবাদ বাজার সংলগ্ন জেলেপাড়া জেলে সম্প্রদায়দের নিয়ে এক "কমিউনিটি ভিত্তিক লিগ্যাল এইড ক্লিনিকের" আয়োজন করা হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির প্যানেল আইনজীবি বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী সুমন, সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান গাজী সিরাজুল মোস্তাফা, কোস্ট ফাউন্ডেশনের জেলা প্রকল্প কর্মকর্তা দিলদার হোসেন, রেস্টোরেটিভ জাস্টিস সহায়ক এবং তৃণমূল পর্যায়ের জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ। যার মধ্যে ২৭ জন ছিলেন নারী এবং ১৩ জন ছিলেন পুরুষ। উপস্থিত নারী পুরুষের মধ্য থেকে ৬ জন নারী ও ৫ জন পুরুষসহ সর্বমোট ১১ জনকে আইনী সেবা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রেফার করা হয়েছে। যার মধ্যে একজন ছিলেন পমির জলদাশ, পেশায় একজন জেলে দিনে এনে দিনে খায়। যার পৈত্রিক সম্পদের ৫০শতাংশ জায়গা জোরপূর্বক দখল করে আছেন তারই এক প্রতিবেশি। অনেক চেষ্টা করেও সেই জমি দখলে নিতে চাইলে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে হুমকি ধমকির স্বীকার হন এবং কোনভাবে সেই জমি দখলে নিতে পারছেন না পমির জলদাশ। স্থানীয় মেম্বার এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অবহিত করার পরও সমাধান মিলেনি। কমিউনিটি ভিত্তিক লিগ্যাল এইড ক্লিনিকের জরিপ করার সময় তার সমস্যার কথা কমিউনিটি প্যারালিগ্যালকে জানান এবং কমিউনিটি প্যারালিগ্যাল তাকে কমিউনিটি ভিত্তিক লিগ্যাল এইড ক্লিনিকে আসতে বলেন। কমিউনিটি ভিত্তিক লিগ্যাল এইড ক্লিনিকে আসলে আইনজীবি তাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং জেলা লিগ্যাল এইডে বিনামূল্যে আইনী সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন।

জেলে সম্প্রদায়ের আরেকজন ছিলেন অঞ্জলি দাশ তার স্বামী পনিদ্র জলদাশকে সাগরে মাছ ধরার সীমানা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে ৫ জন মিলে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন। ঘটনার সাথে জড়িত প্রত্যেকেই তাদের প্রতিবেশি। স্থানীয় সালিশকারের রায় অনুসারে চিকিৎসার খরচ বাবদ ১৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় কিন্তু তার চিকিৎসার জন্য আরো ২০ হাজার টাকার প্রয়োজন। পুর্নরায় অঞ্জলি দাশ সালিশকারকে জানালে মিলেনি কোন আশার আলো, পরে সে কমিউনিটি ভিত্তিক

লিগ্যাল এইডে আসলে থাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বাঁশখালী থানায় মামলা করার জন্য প্রেরণ করা হয়। এভাবেই কমিউনিটি ভিত্তিক লিগ্যাল এইড ক্লিনিকের মাধ্যমে অনেক হতদরিদ্র, নির্যাতিত, অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে আইনী পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

লিগ্যাল এইড ক্লিনিক, খানখানাবাদ ইউপি, ১৫.১০.২০২২, ছবি-মোঃ আলমগীর

রিনা ফিরে পেলো স্বামীর সংসার

রিনা আক্তার, বয়স ২২ বছর। তার পিতার নাম মিটুল সকদার (৫২), মায়ের নাম পারভীন বেগম (৩৫)। গ্রাম গোয়া কৃষ্ণকাঠী, পোস্ট: দুধল, থানা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল। প্রেমের সম্পর্ক ধরে রিনার বিবাহ হয় আরিফের সাথে। আরিফের ঠিকানা গ্রাম: পশ্চিম চরাদি, পোস্ট: রানীরহাট, থানা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল। তার পিতার নাম মোস্তফা আকন (৫৫), মাতা হেনারা বেগম (৪৬)। আরিফের সাথে মোবাইলের মাধ্যমে রিনার সাথে পরিচয় হয়। তারা একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসে কিন্তু তাদের পরিবার তাদের সম্পর্ককে গ্রহন করেন নাই। তাই তারা পরিবারের মতামত ছাড়াই বিবাহ করে। রিনা প্রেমিকের হাত ধরে চলে আসে শুশুর বাড়ি। শুশুর শাশুড়িও তাদের সম্পর্ককে মানেন নাই কিন্তু ছেলে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে তাই তারা গ্রহন করতে বাধ্য হন। বিবাহের এক বছর পর রিনার কোলে আসে একটি কন্যা সন্তান। তাদের জীবন চলতো হাসি আনন্দের সাথে। হঠাৎ রিনার শাশুড়ি তাকে আলাদা হয়ে যেতে বলেন। রিনার কাছে তখন কোন রান্নার করার সামগ্রী ছিলো না।

কিছুদিন পর রিনা অনুভব করতে শুরু করলো যে, তার স্বামী আগের মত তাকে ভালোবাসে না। রিনা মনে মনে ভাবতে লাগলো প্রেমের সম্পর্ক বেশি দিন থাকে না। প্রেমের মোহ কেটে গেলে ভালোবাসা চলে যায়। রিনা আবিস্কার করলো তার স্বামীর সাথে অন্য মেয়ের সম্পর্ক আছে। এই বিয়য় নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয় এবং একদিন রাগ করে তার বাবার বাড়ি চলে যায়। সেই সময় তিনি ছয় মাসের গর্ভবতী ছিলেন। বাবার বাড়িতে রিনা দ্বিতীয় সন্তানের মা হন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া নিয়ে রিনার স্বামী বা শুশুর শাশুড়ির মধ্যে কোন আনন্দ ছিলো না। এমনকি রিনার সাথে কোন যোগাযোগ করেননি। এভাবে এক বছর পার হলে রিনা বাধ্য হয়ে চরাদি ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ করেন। পরিষদ তার স্বামীর নিকট নোটিশ প্রেরণ করেন কিন্তু আরিফ নোটিশের কোন উত্তর প্রদান করেনি। বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করার জন্য স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আরজেএফ আরিফের সাথে যোগাযোগ করেন। আরিফ তাদের সাথে কথা বলেন এবং মীমাংসায় যেতে রাজি হন। আরজেএফ ও ইউপি সদস্য রিনার সাথে যোগাযোগ করেন, রিনাও মীমাংসা বসতে চান। উভয় পক্ষকে পরিষদে আসতে বলেন। নির্ধারিত তারিখে উভয় পক্ষ পরিষদে হাজির হন। সালিশকারেরা উভয়ের কথা শুনেন এবং সালিশকারেরা উভয়পক্ষকে অনুরোধ করেন, যেহেতু তাদেও দুইটি কন্যা সন্তান আছে সেহেতু তারা নিজেদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান করে মিলে গেলে সন্তানেরা ভালো থাকবেন। উভয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন এবং সকলের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত নেন যে, তারা একত্রে থাকবেন।

সন্তানের কথা চিন্তা করে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য দূর করা প্রয়োজন তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে সংসার করেত চান। সালিমকারেরা রিনাকে তার স্বামীর সংসারে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। স্বামীর সংসার ফিরে পেয়ে রিনার মুখে হাসি ফোটে।

সালিশি বৈঠক, চরাদি ইউপি, বরিশাল, ১২.১০.২০২২, ছবি-কাজল আক্তার

মাসিক কার্যক্রমের বিবরণ:

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	টার্গেট	অর্জন
০১	মাসিক প্রকল্প স্টাফ সমন্বয় সভা	০২	০২
০২	কমিউনিটি লিগ্যাল এইড ক্লিনিক	০১	০১
০৩	উঠোন বৈঠক	০৪	০৪
০৪	আরজে মিডিয়েশন	১০০	১০৪
০৫	মিডিয়েশন	৮৮	৯৪
০৬	আইনগত রেফার	২০০	২১৪
০৭	ডাইভারশন	৪৪	৩২

প্রয়োজনে আরো তথ্য ও যোগাযোগের জন্য

মোবাইল:০১৭১৩-৩২৮৮৩০

ইমেইল: jahirul@coastbd.net

ওয়েবসাইড: www.coastbd.net